দর্শনায় শহীদ আবু সাঈদ-মীর মুগ্ধ স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টর শুভ উদ্বোধন

“খেলা করি, সুস্থ থাকি, খেলাকে পৃষ্ঠপোষক করি ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় শহীদ আবু সাঈদ -মীর মুগ্ধ স্মৃতি আন্তজেলা ফুটবল টুর্নামেন্টর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনা মেমনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে রামাজুস ক্লাবের উদ্যোগে এ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপি’র সংগ্রামী সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফ।

টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সভাপতি জহির রাহানের সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় খেলার উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি শরীফ বলেন, আজকের প্রজন্মকে সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে এ ধরনের বড় আন্তজেলা টুর্ণামেন্টের আয়োজন করতে হবে। ইতিপূর্বেও আমরা দেখেছি দর্শনার মানুষ একটু বেশি খেলা প্রেমি। খেলাধুলা একদিকে যেমন যুবসমাজকে মনশীলতার বিকাশ ঘটায় অন্যদিকে শরীর সুস্থ ও সবল রাখে।

এছাড়া তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদ সরকার পতনের আন্দোলনে বন্দুকের গুলির সামনে যারা বুক পেতে দিয়ে শহীদ হয়েছে তাদের স্মরণে এ ধরনের আন্তজেলা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করাই দর্শনা রামাজুস ক্লাবের সকল সদস্যদের জানায় আন্তরিক ধন্যবাদ। আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি ও দলীয় নেতাকর্মীরা পতাকা উত্তোলন শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, না থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা পৌর বিএনপি’র প্রধান সমন্বয়ক ও জেলা বিএনপির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, জেলা বিএনপির সদস্য রাফিত উল্লাহ মহলদার, দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আহম্মেদ আলী, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক কমিটির সদস্য নাহারুল ইসলাম মাস্টার, জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক একরামুল হক, জেলা

স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি এহসানুল হক স্বরাজ, জেলা যুবদলের সদস্য নাসির উদ্দিন খেদু, সেলিমুল হাবীব, লুৎফর রহমান, রেজাউল করিম, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, পৌর যুবদলের সদস্য ব্রাইট, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মমিনুর রহমান মালিতা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমানুল্লাহ, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি শরিফুল ইসলাম টোটন, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক সম্পাদক আরিফ আহমেদ শিপলব, জেলা ছাত্রদলের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ইমরান হোসেন, ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি আজিজুল হক, রামাজুস ক্লাবের সভাপতি সাত্তার, সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মুক্তা, থানা ছাত্রদলের সদস্য ফরজান হোসেন, সুজন ইসলাম, পলাশ আহমেদ মোফাজ্জল হোসেন মোফা, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, সাবেক জাতীয় ফুটবল টিমের খেলোয়ার গিয়াস উদ্দিন পিনা।

উত্তেজনাকর খেলার ফলাফল যশোর জেলা ফুটবল খেলোয়ার কল্যাণ সমিতি ২ গোলে জীবননগর আলোকিত ফুটবল একাডেমিকে পরাজিত করে। প্রধান রেফারি ছিলেন একরামুল হাসান নিপুন সরকারি রেফারি সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস ও আলো।

দর্শনা ডিএস মাদরাসার ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ডিএস মাদ্রাসার ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় দর্শনা কেরুজ বাজার মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দশম একাদশকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ফাযিল একাদশ জয়লাভ করে। পুরো খেলায় ড্র হওয়াতে পরে ট্রাইবেকারে ৪-২ গোলে ফাযিল একাদশ জয়লাভ করে। খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

মোঃ শফি উদ্দিন মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন, দর্শনার ক্রীড়াঙ্গনের একজন প্রবীন খেলোয়াড় গিয়াস উদ্দিন পিনা।

এ সময় তিনি বলেন, খেলাধুলা শারীরিক ও মানুষিক বিকাশ ঘটায়। তাই আসুন “মাদককে না বলি খেলাধুলায় মনোনিবেশ করি”। আমাদের দর্শনা যেহেতু সীমান্তবর্তী ও মাদকপ্রবণ এলাকা। তাই আমাদের উচিত আমাদের সন্তানদেরকে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটাতে লেখা-পড়ার পাশাপাশি খেলাধুলায় আগ্রহী করে তুলি।

উক্ত খেলায় মাদ্রাসার প্রভাষক আব্দুর রশিদের প্রাণবন্ত উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন, অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-আরিফুজ্জামান আরিফ, জগলুল হায়দার আফ্রিক, আবুল হোসেন, সাদিকুর রহমান মাহবুবুর রহমান সহ মাদরাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোল দাতা ফাহিম হোসেন ও ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ আঃ মালেক। খেলাটি পরিচালনা করেন, শাহিন ও ফাহিম।

টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেন, টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাওলানা মনজুর আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক লিনা পারভীন, সদস্য- আজিজুর রহমান জাহাঙ্গীর আলম, বায়েজিদ হোসেন কাফফি, নুরুল আমিন ও রিয়াদ হোসেন।

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

পর্দা উঠলো নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসরের। উদ্বোধনী ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশের মেয়েরা। বৃহস্পতিবার (৩ অক্টোবর) সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজায় টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন টাইগ্রেস অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি।

এবারের আসরটি বাংলাদেশে হওয়ার কথা থাকলেও দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে পরিবর্তন করা হয় ভেন্যু। যার কারণে

টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আবর আমিরাতে।

২০১৪ সালের পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জয়শূন্য বাংলাদেশের মেয়েরা। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে সেই জয়খরা কাটাতে চায় টাইগ্রেসরা। ম্যাচের আগে অধিনায়ক জ্যোতি বলেছিলেন, ‘আমরা যতগুলো বিশ্বকাপ খেলেছি, নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০১৪ ছাড়া বলার মতো তেমন বলার কিছু করতে পারিনি। আমাদের জন্য এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, আমরা চাই যেন এই বিশ্বকাপটা মনে রাখার মতো হয়। এটা খুবই হতাশাজনক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এই দুঃখ এবার ঘোচাতে পারব। যেন আমাদের এই দুঃখ আর না থাকে। শুরুটা করতে চাই স্কটল্যান্ডের ম্যাচ দিয়েই।’

বাংলাদেশ একাদশ: নিগার সুলতানা জ্যোতি (অধিনায়ক), মারুফা আক্তার, সাথী রানী, মুর্শিদা খাতুন, রিতু মণি, নাহিদা আক্তার, তাজ নিহার, সুবহানা মোস্তারি, ফাহিমা খাতুন, স্বর্না আক্তার, রাবেয়া খান।

সূত্র: ইত্তেফাক

মাশরাফির উপস্থিতিতে অস্ত্র দেখিয়ে আমাকে হুমকি দেওয়া হয়: সারোয়ার

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দল সিলেট স্ট্রাইকার্সের মালিকানা অস্ত্রের মুখে দখলের অভিযোগ উঠেছে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক এবং সাবেক সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজার বিরুদ্ধে। সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সিলেট স্ট্রাইকার্সের সাবেক মালিক সারোয়ার চৌধুরী ফ্র্যাঞ্চাইজি দলটির সাবেক অধিনায়কের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

যদিও এক বিবৃতিতে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে সিলেট কর্তৃপক্ষ। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক দীর্ঘ স্ট্যাটাসে

নিজের অবস্থান পরিস্কার করেছেন অভিযোগকারী সারোয়ার। দ্রুতই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সব কিছু বিস্তারিত জানাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

বুধবার (২ অক্টোবর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে সারোয়ার লেখেন, আপনারা অনেকেই হয়তো আমাকে চিনবেন সিলেট স্ট্রাইকারস-এর মাধ্যমে। ২০২৩ বিপিএলে সিলেট স্ট্রাইকারস নিজেদের প্রথম সিজনেই ফাইনাল খেলে, রানার্স আপ হয়। মাঠের সফলতা ছিল অসাধারণ, কিন্তু আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল আমাদের দেশি খেলোয়াড়দের চমৎকার পারফরম্যান্স।

দ্বিতীয় মৌসুমে বাধার মুখোমুখি হওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি আরও লেখেন, মাঠে খেলা ভালোই হয়েছিল, তাই না? সফল একটা সিজন গড়েছিলাম আমরা। সেই সিজনে আমি ছিলাম দলের চেয়ারম্যান; স্বপ্ন বড় হচ্ছিল, স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য। কিন্তু ২০২৪ সালের বিপিএলের আগে হঠাৎ করেই এক অপ্রত্যাশিত বাঁধার মুখোমুখি হই। মাঠের সফলতা সত্ত্বেও আমি পরের সিজনে দলের সাথে থাকতে পারিনি, তারা আমাকে থাকতে দেয় নাই। এবং সিলেট ৭ দলের মধ্যে ৬ নাম্বার পজিশনে থেকে বিপিএলটা শেষ করে। আর সিলেট যে আগের সিজনের মত উজ্জীবিত ছিল না, এমনটা দর্শকরাই মনে করেছেন এবং প্রফেশনালিজমের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

এরপর মাশরাফির সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে সারোয়ার লেখেন, আমি মূলত আমেরিকায় ব্যবসা করি, এছাড়াও আমি নিউইয়র্কভিত্তিক (NYBCL Cricket League) এনওয়াইবিসিএল এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘ ৫ বছর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি এবং নিউইয়র্ক ভিত্তিক বাংলাদেশ ক্রিকেট লীগে আমার হেলাল বিন ইউসুফের সাথে পরিচয় এবং তার মাধ্যমেই আমার মাশরাফি বিন মর্তুজার সাথে পরিচয় হয়। হ্যাঁ, মাশরাফি বিন মর্তুজা বাংলাদেশ দলের আমার অন্যতম প্রিয় একজন প্লেয়ার ছিলেন। আর সেই প্রিয় প্লেয়ার যখন নিজেই আমাকে বিপিএলে দল নেওয়ার আহ্বান করলেন, তখন আমি সানন্দে, বিশ্বাসের সাথে তা গ্রহণ করলাম। কিন্তু তখনও আমি জানতাম না যে এক পর্যায়ে যেয়ে, যাকে আমি এতটা পছন্দ করতাম সেই মাশরাফির রাজনৈতিক অফিসে, তার এবং যার মাধ্যমে এখানে আশা সেই হেলাল বিন ইউসুফে শুভ্রের উপস্থিতিতে অবরুদ্ধ করে এবং অস্ত্র দেখিয়ে আমাকে হুমকি দেওয়া হবে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না-যাকে এতটা ভালোবাসতাম, সেই মানুষই এমনভাবে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে! এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ অভিজ্ঞতা।

তিনি আরও লেখেন, মাশরাফি বিন মর্তুজা এতদিন বাংলাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। ক্রিকেটার হিসেবে তার অবশ্যই অনেক জনপ্রিয়তা ছিল/আছে। আমি নিজেও উনার এই অজানা হিংস্র চরিত্র দেখার আগে অনেক বড় ফ্যান ছিলাম এবং আমি জানি তখন হয়তো কেউ অভিযোগ করলে আমারও বিশ্বাস করতে কঠিন হত। আমার জন্য সবচেয়ে কঠিন বিষয় ছিল মাশরাফিকে নতুনভাবে দেখা। তিনি শুধু বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়কই নন, তিনি তখন সরকার দলীয় এমপি, এবং সেই সরকার ছিল স্বৈরাচারী। এমন একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই আমি আমার এবং আমার পরিবার-পরিজনের যারা অনেকেই বাংলাদেশেই বসবাস করেন তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে কিছু করতে পারিনি।

গুম হওয়ার ভয়ে এতদিন আইনি লড়াইয়ে নামেননি উল্লেখ করে তিনি লেখেন, বিশেষ করে আমাকে যখন অবরুদ্ধ করে হুমকি দেওয়া হল, এবং সেই সময় সরকারের প্রভাবশালী কারও বিরোধিতা করলে গুম হওয়া খুব অবাস্তব আশঙ্কা ছিল না। তাই হুমকি আমাকে সিরিয়াসভাবেই নিতে হয়েছে। কিন্তু এখন? এখন সময় বদলেছে, ছাত্রদের নেতৃত্বে ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনের সফলতার পর দেশ নতুন আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এখন আমি ন্যায়বিচার পাবার ব্যাপারে আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ ক্রিকেট এবং বাংলাদেশ একদিন সমস্ত বাধা অতিক্রম করবে। জীবনের হুমকি একবার সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তার চিন্তা রয়েই যায়। কিন্তু মহান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে আমি আইনি লড়াইয়ে নেমেছি এবং লড়াই চালিয়ে যাব, আমি শীঘ্রই একটি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সবকিছু পরিষ্কারভাবে তুলে ধরব, ইনশা আল্লাহ্। আশা করি আপনারা পাশে থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

এর আগে সিলেট স্ট্রাইকার্সের ফেসবুক পেজে একটি বিবৃতিতে মাশরাফির মালিকানা দখলের অভিযোগ দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়, সিলেট স্ট্রাইকার্সের এক শতাংশের মালিকানাও মাশরাফি বিন মর্তুজার কখনো ছিল না। এখনও নেই। জোর করে মালিকানা লিখে নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানার যে কাগজপত্র বিসিবির কাছে আছে, সেখানেও মাশরাফির নাম নেই।

সূত্র: ইত্তেফাক

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ-ভারত ফাইনাল মহারণ আজ

শুধু সিনিয়রদের মধ্যেই নয়, বয়সভিত্তিক ফুটবলেও বাংলাদেশ-ভারত সব সময় বাড়তি আকর্ষণ থাকে। আজ আবার সেই আকর্ষণ দেখা যাবে। সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল ফাইনাল বাংলাদেশ-ভারত মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। ভুটানের থিম্পুতে সন্ধ্যা ৬টায় ফাইনাল শুরু হবে। এই টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বে ভারতের বিপক্ষে বাংলাদেশ হেরেছে ১-০ গোলে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে খেলার শেষ বাঁশির আগে ভুলে গোল হজম করে হেরে যায় বাংলাদেশ। দুই দেশই আজ ফাইনাল খেলছে।

বয়সভিত্তিক ফুটবলে ট্রফি জয়ের পুরো দখলদারিত্ব ভারতের। এ পর্যন্ত পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাংলাদেশ দুইবার। সাফের দেশগুলোর মধ্যে শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান এখনো ট্রফির দেখা পায়নি। সাত দেশের মধ্যে পাকিস্তানও একবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে, ২০১১ সালে। সেই পাকিস্তান এবার ভুটানে গিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে টাইব্রেকিংয়ে হেরে যায়। শনিবার রাতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দুর্দান্ত লড়াই হয়েছিল। ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ ২ গোল শোধ করে টাইব্রেকিংয়ের পর সাডেন ডেথে জিতে আজকে ফাইনাল খেলছে।

পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের জয়টা তাদের টেন্টে রোমাঞ্চ এনে দিয়েছে। বাড়তি উত্তেজনা এনে দিয়েছে। ভারতের বিপক্ষে কঠিন লড়াইয়ের প্রেরণা দিচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, দুই দলের লড়াইয়ে ভারতের পাল্লা ভারী। ২০১৫ সালে প্রথম বার সাফ আয়োজন করে বয়সভিত্তিক ফুটবল। সিলেটে অনুষ্ঠিত খেলায় গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ হারিয়েছিল ভারতকে। ফাইনালে গিয়ে টানটান উত্তেজনার ম্যাচে টাইব্রেকিংয়ে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে নেপালে অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলে ট্রফি পায়নি বাংলাদেশ। সেমিফাইনালে প্রতিশোধ নেয় ভারত। ৪-২ গোলে হারায় বাংলাদেশকে।

পরের বছর আবার নেপালে একই টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে ভারতকে

টাইব্রেকিংয়ে হারিয়ে ফাইনালে পাকিস্তানকেও টাইব্রেকিংয়ে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ। ২০১৯ সালে ভারতে হওয়া অনূর্ধ্ব-১৫ সাফে প্রতিশোধ নেয় ভারত। সেমিফাইনালে ভারত ৪-০ গোলে হারায় বাংলাদেশকে। ২০২২ সালে অনূর্ধ্ব-১৭ সাফে সেমিফাইনালে ভারত ২-১ গোলে হারায় বাংলাদেশকে। গত বছর ভুটানের এই মাঠেই অনূর্ধ্ব-১৬ সাফের গ্রুপ পর্বে ভারত ১-০ গোলে হারিয়েছিল বাংলাদেশকে। ফাইনালেও মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ-ভারত। ফাইনালে ২-০ গোলে বাংলাদেশকে হারিয়ে বয়সভিত্তিক ফুটবল পঞ্চম বার ট্রফি জয় করে ভারত।

আজকে বাংলাদেশের সামনে অনেক হিসাব-নিকাষ কাজ করছে। ‘আমরা জানি, এখন আমাদেরকে কী করতে হবে। আমরা ফাইনালের জন্য প্রস্তুত। কারণ জানি ভারত অনেক শক্তিশালী দল। আমরা সেভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি-বললেন অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবল দলের কোচ সাইফুল বারী টিটু। তিনি বলেন, ‘এক বার ভারতের বিপক্ষে খেলে হেরেছি, (১-০)। এটা আমাদের জন্য বড় অভিজ্ঞতা। সেবার হারলেও আগের চেয়েও এখন ভালো পারফরম্যান্স করা উচিত। তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখন আমাদের ছেলেরা আত্মবিশ্বাস পাচ্ছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়টা আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছে।’ কোচের দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ফিনিশারদের ব্যর্থতা। অন্যান্য খেলায় অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে। কোচ টিটু বলেন, ‘আজকে ফাইনালে সুযোগ আসবে হাতে গোনা, সেগুলো কাজে লাগাতে পারলে ফল আসতে পারে।’

সূত্র: ইত্তেফাক

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে পাকিস্তানকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ

ভুটানে অনুষ্ঠানরত সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নাটকীয় লড়াইতে পাকিস্তানকে সাডেন ডেথে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে বাংলাদেশ। এর আগে সেমিফাইনালে নেপালকে ৪-২ গোলে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত ভারত। শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে

আগামীকাল ফাইনালে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ভারত।

গত আসরে অনূর্ধ্ব-১৬ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ ও ভারত। সেবার বাংলাদেশকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ভারতীয়রা। পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথমার্ধে ১-০, দ্বিতীয়ার্ধে পেনাল্টিতে গোল হজম করে ২-০ তে পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশ। ৬৩ মিনিটে বদলি খেলতে নেমে ৭৪ মিনিটে ব্যবধান কমান মানিক, ২-১।

খেলার শেষ দিকে নাটকীয় ভাবে খেলায় ফেরে বাংলাদেশ। ইনজুরি টাইমে ৯৪ মিনিটে আবারও গোল করে (২- ২) সমতা এনে নিশ্চিত হার থেকে বাঁচান মানিক। টাইব্রেকিংয়ে নাটক আরও জমে যায়। ৫টা করে শট নেয় দুই দল। সবাই গোল করে। ম্যাচের নিষ্পত্তি ঘটে সাডেন ডেথে। সেখানে গিয়ে ৮-৭ গোলে বাংলাদেশ হারায় পাকিস্তানকে।

গতকাল সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নেমে শুরু থেকে অগোছালোভাবে খেলতে থাকে। নিজেদের ভুলে ম্যাচের ৩২ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। এছাড়াও ৬২ মিনিটে ডি-বক্সের ভেতর হ্যান্ডবল করেন বাংলাদেশের ডিফেন্ডার। তাতেই পেনাল্টি পায় পাকিস্তান। সেই শর্টে গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন পাকিস্তানি ফরোয়ার্ড আবদুল রেহমান।

তবে তখনও ম্যাচের নাটকীয়তা বাকি ছিল। ম্যাচের ৭৪ মিনিটে মো. মিঠু চৌধুরীর গোলে ব্যবধান কমায় বাংলাদেশ এবং ম্যাচের অতিরিক্ত সময় অথাৎ ৯৩ মিনিটে মানিকের গোলে সমতায় ফেরে বাংলাদেশ। অরিতিক্ত সময় না থাকায় ম্যাচ সরাসরি গড়ায় ট্রাইব্রেকারে। সেখানে পাকিস্তানকে ৭-৮ ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করেন টাইগার যুবারা।

তবে জয় পেলেও এদিন শুরু থেকে একাধিক গোল মিস করে বাংলাদেশের ফরোয়ার্ড লাইন। যা দেশের ফুটবলে পুরোনো সমস্যা। জাতীয় দল থেকে বয়সভিত্তিক দল। সবখানে চোখে পড়ে একই চিত্র। গতকাল জয় পেলেও অসংখ্য ম্যাচে গোলের সুযোগ পেয়েও কাজে না লাগাতে পারায় হারের স্বাদ নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে বাংলাদেশকে। তবে এসব বিষয়ে উদাসীন ফুটবল কর্তারা। নেই কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ। যার কারণে ফিছিয়ে পড়ছে দেশের ফুটবল। ভক্ত-সমর্থকেরাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

তবে দেশের ফুটবল ভক্তদের দাবি চিরচেনা রূপে ফিরুক দেশের ফুটবল। নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ দিক বিশ্বমঞ্চে। এর আগে গ্রুপ ‘এ’ থেকে গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় মালদ্বীপকে টপকে রানার্সআপ হয়ে

সেমিফাইনালের টিকিট কাটেন লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

সূত্র: ইত্তেফাক

ভিয়েতনামের কাছে বাংলাদেশের হার

ভিয়েতনামে অনুষ্ঠানরত এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল বাছাইয়ের তৃতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ হেরেছে। গতকাল নিজেদের গ্রুপের তৃতীয় খেলায় স্বাগতিক ভিয়েতনামের বিপক্ষে ৪-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।

ম্যাচের প্রথমার্ধেই ৪ গোল হয়েছে। ৩ ও ৩০ মিনিটে ২-০ তে পিছিয়ে যাওয়ার পর ৪১ মিনিটে নোভার গোলে ব্যবধান কমালেও ১ মিনিটের মধ্যে তৃতীয় গোল হজম করে বাংলাদেশের যুবারা। ৮১ মিনিটে চতুর্থ গোল হজম করে বাংলাদেশ। কোচ মারুফুল হকের গোলরক্ষক ইসমাইল হোসেন মানিক বাজে গোল হজম করেছেন। তার খেলা দেখে প্রশ্ন জেগেছে।

এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ ভালো দল নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ বসুন্ধরা কিংস কিছু ফুটবলার ছাড়েনি। গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছাড়া দল নিয়ে গিয়ে বিপদেই পড়েছেন কোচ মারুফুল হক। প্রথম খেলায় সিরিয়ার বিপক্ষে ৪-০ হেরেছে, গুয়ামের বিপক্ষে ২-২ ড্র হয়েছিল। আগামীকাল শেষ ম্যাচ ভুটানের বিপক্ষে।

সূত্র: ইত্তেফাক

ফুটবলকে বিদায় জানালেন বিশ্বকাপ জয়ী রাফায়েল

মাত্র ৩১ বছর বয়সে ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছেন ফ্রান্সের বিশ্বকাপ জয়ী ফুটবলার রাফায়েল ভারানে। ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে নিজেদের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ শিরোপা উঁচিয়ে ধরে ফ্রান্স। সেই বিশ্বকাপে ফরাসি দলের সদস্য ছিলেন সাবেক এই রিয়ার মাদ্রিদ তারকা।

গেল মৌসুমে ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে ফ্রি ট্রান্সফারে ইতালিয়ান ক্লাব কোমোতে যোগ দিয়েছেন এই ফরাসি ডিফেন্ডার। তবে নতুন মৌসুমে প্রথম ম্যাচে হাঁটুর ইনজুরিতে পড়েন তিনি। এরপর আর মাঠে ফেরা হয়নি তার। এবার হঠাৎ করে দেন ফুটবল ছাড়ার ঘোষণা। তবে এই ফরাসি জানিয়েছেন মাঠের খেলায় না থাকলেও কোমোর সময় কার্যক্রমে থাকবেন তিনি।

অবসর নিয়ে নিজের ইনস্টাগ্রামে গতকাল পোস্ট শেয়ার করেন বিশ্বকাপ জয়ী এই ফুটবলার। সেই পোস্টে তিনি লিখেন, ‘আমি অনেকবার পড়েছি, আবার উঠে দাঁড়িয়েছি। থেমে যাওয়ার এবং বুট জোড়া তুলে রাখার এটাই সঠিক সময়; যেখানে ওয়েম্বলিতে সর্বশেষ ম্যাচে ট্রফি জিতেছি।’

এছাড়াও তিনি আরও বলেন, ‘নিজের মান সব সময় সর্বোচ্চ পর্যায়ে রেখেছি। শক্তিশালী থেকে শুধু খেলার মাঝেই নিজেকে ধরে রাখবো না। নিজের হৃদয়ের কথা শুনতে অনেক সাহস লাগে।’ এর আগে ২০১১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত স্প্যানিশ জায়েন্ট রিয়াল মাদ্রিদে কাটিয়েছেন এই সেন্টার ব্যাক।

সূত্র: ইত্তেফাক

পাবজি খেলে কোটি টাকা আয়!

সম্প্রতি নেপালে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া পাবজি মোবাইল সুপার লিগে

ভালো ফলাফল করেই দেশে ফিরেছেন এ-ওয়ান ইস্পোর্টস দলের সদস্যরা। সেখানে বাংলাদেশ থেকে মোট দুটি দল অংশগ্রহণ করলেও ফাইনালে জায়গা করে নেয় শুধুমাত্র এওয়ান ইস্পোর্টস।

বাংলাদেশ ছাড়াও সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল নেপাল, পাকিস্তান, মঙ্গোলিয়া, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান ও রাশিয়ার দলের প্লেয়ারগুলো।

বাংলাদেশে শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এ দেশের ইস্পোর্টস খেলোয়াড়রা এগিয়ে যাচ্ছে। যথাযথ সহযোগিতা পেলে দেশের ছেলেরা অনেক ভালো করবে বলে আশা করেন সংশ্লিষ্টরা। কাজী আরাফাত হোসেন ২০২০ সালে A1 Esports প্রতিষ্ঠিত করেন, যা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইস্পোর্টস দল। এই দলটি ২০২১ সালে দুবাইতে প্রথমবারের মত পাবজি মোবাইলের নিজস্ব ওয়ার্ল্ড কাপে অংশগ্রহণ করেছিল। ইস্পোর্টস নিয়ে গণমাধ্যমে কথা বলেছেন এওয়ান ইস্পোর্টসের সদস্য হাসান মাহমুদ।

তিনি জানান, রিসেন্টলি তারা নেপাল থেকে পাবজি মোবাইল সুপার লিগ সিজন-২ খেলে এসেছে। ওই টুর্নামেন্ট থেকে পাবজি ওয়ার্ল্ডকাপের জন্য কোয়ালিফাই করা হয়। যেখানে পুরো বিশ্ব থেকে বিভিন্ন টিম অংশগ্রহণ করে। আর এই ওয়ার্ল্ডকাপ টুর্নামেন্টে প্রায় ৬৫০ কোটির টাকার প্রাইজ দেওয়া হয়। রিসেন্টলি তারা যেটা খেলে এসেছে ওইটার প্রাইজমূল্য ছিল ২ লাখ ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২ কোটি ৪০ লাখ। সেখানে সেন্ট্রাল এশিয়া এবং সাউথ এশিয়ার টিমগুলো অংশগ্রহণ করে। সেখানে কয়েক হাজার টিমের মধ্যে তারা টপ-১৬তে ছিল।

হাসান মাহমুদ জানান, দেশের বেশিরভাগ বয়স্ক মানুষ পাবজি পছন্দ করেন না। কিন্তু তারা যখন কমপিটিভ লেভেলে খেলেন, তখন তাদের মাতাপিতাও সাপোর্ট করে। অনেকে মনে করে পাবজি খেলতে খেলতে ছেলে-মেয়েরা অ্যাডিকটেড হয়ে যায়, যার কারণে পাবজি ব্যান করে দেওয়া হয়। কিন্তু যারা অ্যাডিকটেড তারা এখনো খেলছে আর সমস্যায় ভুগছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে ব্যান হওয়ার কারণে পাবজির অফিসিয়াল কোনো টুর্নামেন্ট আসছে না। যেটার জন্য আমরা স্পন্সরশিপও পাচ্ছি না, আমরা ইজিলি কোয়ালিফাইও করতে পারছি না। অনেক কষ্ট করে আমাদের কোয়ালিফাই করা লাগছে। পাবজি প্লেয়ার হিসেবে আমাদের একটাই চাওয়া, বাংলাদেশ থেকে পাবজি যেন আনব্যান করা হয়। আমরা অনেকগুলো

টুর্নামেন্ট খেলেছি, আমরা দেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছি। এবার দেশেও অফিসিয়াল টুর্নামেন্টে খেলতে চাই। আর পাবজি আনব্যান করা হলে আমরা দেশকে আরও বেশি রিপ্রেজেন্ট করতে পারব।

গেমিং ও ইস্পোর্টস; সিনেমা বা সংগীত ইন্ডাস্ট্রির চেয়েও অনেক বড়। এখন উপযুক্ত সময় এটা নিয়ে আমাদেরকে ইতিবাচক চিন্তা ভাবনা করার। সৌদি আরবেই ই-স্পোর্টসের একটি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রাইজমানি রাখা হয় ৬৫৮ কোটি টাকা।

বিশ্বের সব দেশ ইস্পোর্টস নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পাশের দেশগুলো ইস্পোর্টসকে সরকারিভাবে স্বীকৃত দিচ্ছে। এমনকী মালয়েশিয়ার মতো দেশে ইস্পোর্টসকে জাতীয় বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাম্প্রতিক সময়ে তাদের দেশের গেমার ও ইস্পোর্টস অ্যাথলেটদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন; আগামী দিনে কীভাবে এই শিল্পটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই বিষয়ে। জাপানের স্কুলে ইস্পোর্টসকে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আমাদেরও এই সম্ভাবনাময় ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যথাযথ নীতিমালার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে এবং এখনই তার উপযুক্ত সময়। সরকারের সুনজর এখানে একান্তই কাম্য বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সূত্র: কালবেলা